45545 - কেউ রোজা রেখে এমন কোন দেশে সফর করল যেখানে রমজান বিলম্বে শুরু হয়েছে এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে কি ৩১ দিন রোজা রাখতে হবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যদি আমি এক দেশে রোজা পালন শুরু করে রমজান মাসের মধ্যে অন্য কোন দেশে ভ্রমণ করি যেখানে রমজান একদিন পরে শুরু হয়েছে, মাসের শেষ দিকে সে দেশবাসী যখন ৩০ তম রোজা পালন করছে তখন কি আমি তাদের সাথে রোজা রাখব; এতে তো আমার ৩১টি রোজা পালন হবে?

প্রিয় উত্তর

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যদি কোন ব্যক্তি রমজানের প্রথম রোজা যে দেশে রেখেছে সে দেশ থেকে এমন কোন দেশে সফর করে যেখানে ঈদুল ফিতর বিলম্বে হয় তাহলে সে ব্যক্তি রোজা পালন চালিয়ে যাবে যতদিন না সে দেশবাসী ঈদ উদযাপন না করে। শাইখ বিন বায রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমি পূর্ব এশিয়ার অধিবাসী। আমাদের দেশে হিজরি মাস সৌদি আরবের একদিন পর শুরু হয়। রমজান মাসে আমি দেশে যাব। আমি যদি সৌদি আরবে সিয়াম পালন শুরু করি এবং আমার দেশে গিয়ে শেষ করি, তাহলে আমার ৩১ দিন রোজা পালন করা হবে। এভাবে আমার সিয়াম পালনের হুকুম কি? আমি কতটি রোজা রাখব?

তিনি উত্তরে বলেন-

“আপনি যদি সৌদি আরব বা অন্য কোন দেশে সিয়াম পালন শুরু করেন এবং নিজের দেশে গিয়ে বাকিটা পালন করেন তাহলে আপনার দেশের লোকদের সাথে সিয়াম ভঙ্গ করবেন তথা ঈদ উদযাপন করবেন; যদিও বা তা ৩০ দিনের বেশি হয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(الصوميومتصومون،والفطريومتفطرون)

“রোজা হল সেদিন যেদিন তোমরা (সকলে) রোজা পালন কর, আর ঈদুল ফিতর হল সেদিন যেদিন তোমরা (সকলে) ইফতার(রোজা ভঙ্গ) কর।” কিন্তু আপনি যদি তা করতে গিয়ে ২৯ দিনের কম রোজা পালন করেন, তাহলে আপনাকে পরবর্তীতে ১টি

রোজোকাযাআদায়করনেতিহেবে। কারণরমজানমাস২৯দনিরেকমহতপোরনো।” সমাপ্ত[মাজমূফাতাওয়াশ-শাইখইবনে বায (১৫/১৫৫)]

শাইখ মুহাম্মাদ সালহে আল উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ এর কাছে জানতে চাওয়া হয়ছেলি:

যদি কোনে ব্যক্তি এক মুসলমি দশে থকেে অন্য দশেে গমন করে যে দশেরে মুসলমানরো প্রথম দশেরে একদনি পরে রমজান শুরু করছেে সে ব্যক্তি সদেশেরে লোকদরে সাথে রোজো রাখতে গয়িে তার ৩০টরি বশেি রোজো হয়ে যায় সে ক্ষত্রেে হুকুম কী?অনুরূপভাবে এ অবস্থারবপিরীতঅবস্থারহুকুম কী?

তনিি উত্তরে বলনে :

“যদকিউেএকমুসলমিদশেথকেে অন্যমুসলমিদশেভ্রেমণকরএেবংসহৈদশেরেমজানপরে শুরুহয়, তবতেনিঐিদশেরেলোকেরোসয়িামনা-ছাড়া পর্যন্তসয়িামপালনকরযোবনে। কারণরোজোহলসদেনি,যদেনিলোকেরোসয়িামপালনকর;েআরঈদুলফতিরহলসদেনি, যদেনিলোকেরোরোজো ছড়েে দয়ে। আরঈদুলআযহাহলসদেনি, যদেনিলোকেরোপশুযবহেকর।ে তাকে এভাবে রোজো পালন করতে হব;ে যদওিবাএজন্যতাকএেকদনিবাএরবশেদিনিসয়িামপালনকরতহেয়ে।এটসিহৈমাসয়ালার অনুরূপ যখনকোনে ব্যক্তি এমন কোনদশেভ্রেমণ করযেখোনসেূর্যাস্তদরেীতহেয়, তবসেে ব্যক্তকিসেূর্যাস্তনাযাওয়াপর্যন্তরোজোপালনকরতে হবে।যদওিবাএরফলে রোজো পালন স্বাভাবকিদনিরেচয়েদেুই,তনিবাতততোধকিঘণ্টাবলিম্বতি হয়। এছাড়া এ কারণওে তাকে বশেদিনি রোজো থাকতে হবে যহেতেু সদ্বেতিীয় যে দশেে ভ্রমণ করছেে সখোন(েশাওয়াল মাসরে) নতুনচাঁদদখোযায়নি।অথচনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে চাঁদ দখেরেোজোরাখতে ও চাঁদ দখেে রোজো ছাড়তে নর্িদশে দয়িছেনে।তনিবিলছেনে:

(صوموالرؤيته،وأفطروالرؤيته)

“তোমেরা তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজোধর এবং তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজো ছাড়।”

আর বপিরীত অবস্থা হচ্ছ-েকোন ব্যক্তি এক দশে থকেে অন্য এক দশেে ভ্রমণ করে যখোনে রমজান মাস প্রথম দশেরে তুলনায় আগে শুরু হয়ছে,ে তবে তনিি তাদরে সাথইে রোজোপালন ছড়েে দবিনে এবং যে কয়দনিরে রোজো বাদ পড়ছেে সে রোজোগুলো পরে কাযা আদায় করে নবিনে। যদি একদনি বাদ পড়ে তবে একদনিরে রোজোকাযা করবনে। যদি দুই দনিরে বাদ পড়ে তবে দুই দনিরে কাযা করবনে। তনিি ২৮ দনি পর রোজোছাড়লে দুই দনিরে রোজো কাযা আদায় করবনে। যদি উভয় দশেে মাস ৩০দনিে শষে হয়, আর এক দনিরে কাযা করবনে যদি উভয় দশেে বা যে কোনে এক দশেে ২৯ দনিে মাস শষে হয়।”[মাজমূ‘

ফাতাওয়া আশ-শাইখইবনউছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৪)] তাঁর কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়েছিল -

কেউ হয়ত বলবে যে, কেন আপনি বলছেন যে প্রথম ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বেশি রোজা পালন করতে হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোযার কাযা পালন করতে হবে?

তিনি উত্তরে বলেন-

“দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোযার কাযা রোজা পালন করতে হবে কারণ মাস ২৯ দিনের কম হতে পারে না। আর প্রথম ক্ষেত্রে সে ৩০ দিনের বেশি রোজা পালন করবে কারণ তখনও নতুন চাঁদ দেখা যায়নি। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলব রোজাছেড়ে দাও যদিও তোমার ২৯ দিন পূরণ হয়নি। কারণ নতুন চাঁদ দেখা গিয়েছে। নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার পর রোজাছেড়ে দেয়া বাধ্যতামূলক। শাওয়াল মাসের প্রথম দিন রোজা পালন করা হারাম। আর কেউ যদি ২৯ দিনের কম রোজা পালন করে থাকে তাহলে তাকে ২৯ দিন পূরণ করতে হবে। এটি দ্বিতীয় অবস্থা হতে ভিন্ন। কারণ যে দেশে আসা হয়েছে সেখানে তখন রমজান চলছে; নতুন চাঁদ দেখা যায় নি। যেখানে এখনও রমজান চলছে সেখানে কিভাবে রোজা ভঙ্গ করা যেতে পারে?তাই আপনাকে রোজা পালন চালিয়ে যেতে হবে। আর যদি তাতে মাস বেড়ে যায়, তাহলে তা দিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ার মত।”[মাজমু ‘ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনউছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৫)]

আরো জানতে দেখুন (38101) নং প্রশ্নের উত্তর। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।